ধূপারতির মাধ্যমে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই চেতনা আনয়ন করা হয় যে, ধূপের সুগন্ধি যেমন চারিদিকে বিস্তার লাভ করে, সেভাবে যেন প্রাণময় গৌরব ও মহিমা চারিদিকে বিস্তার লাভ করে। অন্যদিকে ধূপের ধোয়া যেভাবে উর্ধ্বে উত্থিত হয়, উপাসক মণ্ডলীর প্রার্থনা, আরাধনা, ভক্তি-গীতি, এমনকি নৃত্যও যেন উর্ধ্বে ঈশ্বরের পানে ধাবিত হয়। তবে মানবকূলের প্রতিটি গোষ্ঠী বা ধর্মের লোকদের মধ্যে এই আরতির প্রচলন আছে।

৮। **পুষ্প আরতি ঃ** পুষ্প আরতিতে ফুল বা কুসুম সাজিয়ে আরতি আবর্তন করা হয়। পিতলের পাত্রে সাজিয়ে নারী পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সবাই আরতি দিয়ে থাকে। ফুল সুন্দর ও পবিত্রতার চিহ্ন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পিতলের থালায় পুষ্প আবর্তনের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সুন্দর ও পবিত্র মন-মানসিকতা নিয়ে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়। ঈশ্বরকে মানবকুল যেভাবে সুন্দর ও পবিত্র বলে জ্ঞাত, তদ্রুপ ঐশ উপস্থিতি আস্বাদনের জন্য মানুষকে সুন্দর ও পবিত্র হৃদয় এবং মন নিয়ে অংশগ্রহণ করতে হয়। তাই খ্রীষ্ট ধর্মে একই ধারণা নিয়ে এই আরতি দেয়া হয়।

৯। **গুরু বরণ অনুষ্ঠান ঃ** উপাসনারম্ভে যাজককে অভ্যর্থনা জানিয়ে মাল্যভূষিত করা যায় এবং তার কপাল চন্দনাঙ্কিত করা যায়, কিংবা তার প্রতি আরতি দেওয়া যেতে পারে একে বলা হয় গুরু বরণ অনুষ্ঠান।

১০। **বাদ্য যন্ত্র ঃ** পুণ্য উপাসনায় আমরা আমাদের দেশীয় বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করব, যেমন হারমনিয়াম, তবলা, খোল, মন্দিরা, জিপসী, বাঁশী ইত্যাদি যা আমাদের কৃষ্টিতে উপযোগী।

পুণ্য উপাসনায় সংস্কৃত্যায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ চ্যালেঞ্জ হলো লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা-শক্তি। এই বাধাশক্তির মুখোমুখি হয়ে পার হয়ে যাওয়াই হল চ্যালেঞ্জকে জয় করা। আর চ্যালেঞ্জকে জয় করতে পারার অর্থ হলো লক্ষ্য অর্জনে সফল হওয়া, আর ব্যর্থতা হলো স্থবির হয়ে থাকা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিম্নে কিছু চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা তুলে ধরা হলো:

১। **জনগণের গ্রহণীয় মনোভাবের অভাবঃ** একে দেশের ও মণ্ডলীর মূল সমস্যা বলা যায়। সংস্কৃত্যায়ন সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারনা থাকার কারণে মানুষের মধ্যে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব, কোলাহল, রেষারেষির কারণে এদেশে মঙ্গলবাণী বিস্তারে অনেক বেগ পেতে হয়। অন্যদিকে মঙ্গলবাণী ঘোষণার ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ ও হাতছাড়া হয় তাই এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। অর্থাৎ সংস্কৃত্যায়ন করতে গিয়ে তারা কি করছে তা অনেকটা না বুঝে করে থাকে আর এটা পুণ্য উপাসনায় সংস্কৃত্যায়নের বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ।

৩। **উপাসনার মূল লক্ষ্য বিচ্যুত হওয়ার ভয় ঃ** এখানে আমরা দেখি যে, বাহ্যিক জিনিস এর উপর বেশী গুরুত্ব দিতে গিয়ে পুণ্য উপাসনার মূল বিষয় হারিয়ে ফেলি। যার কারণে আমাদের উপাসনার মূল লক্ষ্য বিচ্যুত হওয়ার ভয় থাকে বেশী। তাই বলা যায় যে, এটা পুণ্য উপাসনায় সংস্কৃত্যায়নের একটা বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ।

৪। **খ্রীষ্ট ধর্মের সক্রিয়তা হারিয়ে যাবার ভয় ঃ** সংস্কৃত্যায়ন করতে গিয়ে যদি আমরা আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলি তা হলে আমাদের কি লাভ? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আমরা যদি খ্রীষ্টযাগের সময় বেশী জাঁকজমকপূর্ণ গান-বাজনা করি অর্থাৎ আমাদের বিঘ্ন ঘটায় এবং করতে আমাদের ব্যাঘাত ঘটায় এতে করে খ্রীষ্ট ধর্মের সক্রিয়তা হারিয়ে যাবার ভয় থাকে।

ব্যক্তিগত মতামত ঃ পুণ্য উপাসনায় সংস্কৃত্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং মণ্ডলী ও একটা জীবন্ত সত্ত্বা, যা যুগোপযোগীভাবে মানব মুক্তির কাজ চালিয়ে যাবে। আর এই মানব মুক্তির কাজ চালিয়ে যাবার জন্য আমাদের অবশ্যই দেশীয় কৃষ্টিতে উপাসনা করার প্রয়োজন রয়েছে যাতে করে আমরা আপন হৃদয় দিয়ে তা উপলব্ধি করতে পারি। আর উপাসনা দেশীয়করণের জন্য বেশকিছু উপাদান রয়েছে যা আমি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। যথা:

- উপাসনার পূর্বে শোভাযাত্রা করে উপাসনালয়ে প্রবেশ করা যায়। আর এই সময় খোল-করতালসহ কীর্তন গান করা আমাদের দেশীয় নীতিতে তা শোভনীয়।
- গীর্জা ঘরের পবিত্রতার প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষার্থে আমরা খালি পায়ে গীর্জা ঘরে প্রবেশ করতে পারি।
- উপাসনারম্ভে যাজককে অভ্যর্থনা জানিয়ে মাল্যভূষিত করা যায় এবং তার কপাল চন্দনাঙ্কিত করা যায়, কিংবা তার প্রতি আরতি দেওয়া যেতে পারে একে বলা হয় গুরু বরণ অনুষ্ঠান।
- পবিত্র জল ছিটিয়ে বেদীমঞ্চ পবিত্র করে নেওয়া যায়। এক্ষেত্রে ধূপও ব্যবহার করা যায়।
- বাণী পাঠের শোভাযাত্রা করা যেতে পারে।
- সময় সময় নীরব প্রার্থনা বা অনুধ্যান করা যেতে পারে এবং এই সময় ভক্তিমূলক সুর ও মৃদু বাদ্যযন্ত্র বাজানো যেতে পারে।
- বর কনের পারস্পারিক ভালবাসা প্রকাশার্থে মালা বিনিময়ে বিবাহ সংস্কারানুষ্ঠানের সুর ও মৃদু বাদ্যযন্ত্র বাজানো যেতে পারে।
- উপাসনা হচ্ছে স্থানীয় মণ্ডলীর আত্মপ্রকাশ। মণ্ডলী নিজেকে যেভাবেই প্রচার করুক না কেন, তার প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হয় তখনই যখন সেই মণ্ডলী একত্রিত হয়ে ঈশ্বরকে তার ভালবাসা ও দানের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে মঙ্গলাশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়, জীবনপথে ঠিকমত চলার সাহায্য পেয়ে কৃতার্থ হয়। তবে উপাসনা হওয়া চাই এমন সব চিহ্নাদির মাধ্যমে যা স্থানীয় জনগণের বাস্তব জীবন থেকে নেয়া, তাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ থেকে নেয়া। অতএব স্থানীয় মণ্ডলীর উপাসনা অধিকতর প্রাসঙ্গিক, অর্থপূর্ণ ও ফলপ্রদ করতে হলে যতদূর সম্ভব স্থানীয় বা দেশীয় ভাবধারায় দেশজ চিহ্নসমূহ ব্যবহার করতে হবে। আর পুণ্য উপাসনায় সংস্কৃত্যায়ন করার জন্য আমাদের স্থানীয় চিহ্ন বেছে নিতে হবে আর তা হতে হবে জনগণের সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক, সমবেত হবে তাদের স্বরূপ অর্থাৎ তাদের ভাবধারা, পোশাক-আশাক, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, তাদের ভাষা, তাদের দৈনন্দিন সমস্যাদি, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ ইত্যাদি। এ সমস্ত লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ পুঁজারী জনগণের বাস্তব জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের উপাসনার জন্য ব্যবহারার্থে চিহ্ন সকল বেছে নিতে হবে। আর এই ভাবেই সংস্কৃত্যায়ন করার মধ্য দিয়ে পুণ্য উপাসনা হবে নির্দিষ্ট জনমণ্ডলীর নিজস্ব উপাসনা।

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

১। *গমেজ, ফাদার ফ্রান্সিস. **'উপাসনায় দেশীয় রূপদান'**, প্রদীপন। জাতীয় উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা, ১৯৭৯, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২০২-২১৪।*

২। *গমেজ, ফাদার যোসেফ, **'আরতির শ্রেণী বিন্যাস ও ভাবার্থ'**, প্রদীপন। জাতীয় উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা, ২০০৫, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭-৬৫।*

৩। *গমেজ, ফাদার জ্যোতি, এ, **'বাংলাদেশের বাস্তবতাঃ মণ্ডলীর সামনে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগসমূহ'**, প্রদীপন। জাতীয় উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা, ২০০২, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭।*

৪। *রোজারিও, বিশপ যোয়াকিম, **'বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সংস্কৃত্যায়ন বাস্তবায়নে কয়েকটি পদক্ষেপ'** প্রদীপন। জাতীয় উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ১২২-১২৭।*

৫। *সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যাঃ ৩৮, ৭-১৩ অক্টোবর, ২০০৭ খ্রী. পৃষ্ঠা ৮-১০।*